



158204 - মুসল্লি যদি তলোওয়াতে ভুল করে কথিবা কোন আয়াত ভুলে যায় তখন কি করবে?

প্রশ্ন

আমি যখন নামাযে কুরআন পড়ি তখন কখনও কখনও ভুল করি কথিবা মনোযোগ না দায়ের কারণে ভুলে যাই। তারপর তিনিবার আস্তাগফরিল্লাহ বলে পুনরায় সূরাটি বা আয়াতটিকে নতুনভাবে পড়া শুরু করি। এটা কি ঠিকি? নাকি আমার কর্তব্য নতুন কোন সূরা শুরু করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি নামাযের তলোওয়াতে কোন অংশ ভুলে গেছে কথিবা ভুল করেছেন: তার ভুলটি যদি সূরা ফাতহিতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ভুলটি শোধরাত হবে। কোননা সূরা ফাতহি ছাড়া কোন নামায নই। সুতরাং কটে যদি সূরা ফাতহির কোন অংশ ভুলে যায় কথিবা এমন কোন ভুল করে যা অর্থক পেরবিত্তন করে দেয়; তাহলে উক্ত ভুলটি সংশোধন করা ছাড়া তার নামায শুদ্ধ হবে না। আর যদি ভুলটি ফাতহি ছাড়া অন্য কোন সূরাত হয় তাহলে তার নামায সহি। কোননা সূরা ফাতহির পর সূরা পড়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

“যে ব্যক্তি সূরা ফাতহির পর সূরা পড়তে ভুলে গেছে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; চাই তিনি ইমাম হন, মুক্তাদ হন, কথিবা একাকী নামায আদায়কারী হন; চাই সটে ফরয নামায হোক, কথিবা নফল নামায হোক— এটি আলমেদেরে অভিমতদ্বয়েরে মধ্যে বশিদ্ধতর অভিমতেরে ভিত্তিতে।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৭/১৪৬)]

যে ব্যক্তি সূরা পড়তে ভুলে গেছে কথিবা সূরার কোন অংশ ভুলে গেছে তার জন্য আস্তাগফরিল্লাহ পড়া জায়যে নই। বরং সবে ভুলটিকে শুদ্ধ করার ও ভুলে যাওয়া অংশ স্মরণ করার চেষ্টা করবে। যদি তা না পারে তাহলে এ আয়াতটি বাদ দিয়ে পরেরে আয়াতে চলে যতে পারে কথিবা এই সূরাটি বাদ দিয়ে অন্য একটা সূরা পড়তে পারে কথিবা রুকুতে চলে যতে পারে। সেই ব্যক্তি যদি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটা করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নই।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

“যদি মুসল্লির কোন একটা আয়াত পড়তে গিয়ে প্যাঁচ লগে যায় এবং সবে স্মরণ করতে না পারে; তাহলে পরেরে আয়াতটি পড়তে



কোন বাধা নাই। কনিত্তু তার জন্য শরয়িতরে বধান হলো: য়ে অংশটি তার ভাল মুখস্তু আছে নামাযে কবেল সয়ে অংশ থেকে পড়া; যাতয়ে করে সয়ে ব্যক্তি এ ধরণয়ে সংশয়ে বেশেনি পড়া।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৫/৩৩৭)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কয়ে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি:

“যদি ইমাম নামাযে যতটুকু সম্ভব হয়েছে কুরআন থেকে তলোওয়াত করেছে, এরপর কোন আয়াত ভুলে যাওয়ায় পুরাটুকু শেষ করতে পারেনি এবং মুসল্লদিরে মধ্যে কয়ে তাকে লোকমা দতিে পারেনি; তখন তিনি কি তাকবীর দবিনে এবং রাকাত শেষে করবেন; নাকি অন্য কোন সূরা পড়বেন?

জবাবে তিনি বলনে: এ ক্ষত্রে ইমামরে এখতয়ীর থাকবে। তিনি চাইলে তাকবীর দয়িে তলোওয়াত সমাপ্ত করতে পারনে, কথিবা যয়ে নামায পড়ছনে সয়ে নামাযে ক্বরীতরে যয়ে সুন্নাহ রয়ছে তার আলোকয়ে অন্য কোন সূরার এক আয়াত বা একাধকি আয়াত পড়তে পারনে— যদি ভুলে যাওয়াটা সূরা ফাতহি ছাড়া অন্য সূরার ক্ষত্রে হয়। আর সূরা ফাতহির ক্ষত্রে হলে তাহলে গোট্টা সূরা ফাতহি অবশ্যই পড়তে হবে। কনেনা সূরা ফাতহি পড়া নামাযরে রুকন।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১২/১২৯)]

শাইখ বনি উছাইমীনকয়ে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি:

“আমি একাকী নামায আদায়কালে যদি কোন আয়াত পাঠে ভুল করি, আয়াতটি শেষে করতে না পারি এবং অন্য আয়াতরে সাথে তালগলে লগেে যায়; সক্ষেত্রে নামাযরে মধ্যে আমার কি করা উচতি?

জবাবে তিনি বলনে: আপনি দুটো বযিরে কোন একটি করতে পারনে: আপনি পররে আয়াতে চলে যতে পারনে। কথিবা আপনি রুকুতে চলে যতে পারনে। কনেনা বযিটি প্রশস্ত।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২৪/১৪১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।